প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলি সংসদ নেসেটে ভাষণ প্রদান করেন (ফেব্রুয়ারি 25, 2026)

25 ফেব্রুয়ারি, 2026

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী৷ আজ জেরুজালেমে নেসেটের বিশেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি ইসরায়েলি সংসদে ভাষণ দেন।

2. নেসেটে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে নেসেটের স্পিকার মহামান্য আমির ওহানা অভ্যর্থনা জানান এবং তাকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়. প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মহামহিম বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ; বিরোধী দলের নেতা মহামহিম ইয়ার ল্যাপিড ; এবং স্পিকার ওহানা বক্তব্য রাখেন ’ এবং ভারত–ইসরায়েল সম্পর্কের প্রতি জোরালো দ্বিদলীয় সমর্থন ব্যক্ত করেন।

3. প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণের শুরুতে এই বিশেষ সম্মানের জন্য স্পিকারকে ধন্যবাদ জানান. ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনকে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, দুই দেশের জনগণ প্রাচীন সভ্যতাগত সম্পর্কের পাশাপাশি প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা এবং কৌশলগত অভিন্নতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী সমসাময়িক অংশীদারিত্বও ভাগাভাগি করে নেয়। তিনি বলেন, কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, জল ব্যবস্থাপনা, টেকসই উন্নয়ন এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দুই দেশের জনগণের মধ্যে প্রাণবন্ত সম্পর্ক এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এক গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং জনগণের দ্বিমুখী যাতায়াতের বিষয়টি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ইসরায়েলে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায় এবং ভারতে বসবাসকারী ইহুদি প্রবাসী সম্প্রদায় উভয় দেশের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

4. সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দুই দেশের আপসহীন ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতির কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী অক্টোবর 7 তারিখের সন্ত্রাসী হামলার জন্য সমবেদনা জানান এবং উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের নৃশংসতার কোনো ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা থাকতে পারে না. তিনি এই দেশে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক সব প্রচেষ্টার প্রতি ভারতের সমর্থন ব্যক্ত করেন। এই প্রেক্ষাপটে তিনি UN -এর নিরাপত্তা পরিষদে অনুমোদিত গাজা শান্তি উদ্যোগের প্রতি ভারতের দৃঢ় সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন। বহুপাক্ষিক পরিসরে ভারত ও ইসরায়েলের চলমান সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে তিনি ইন্ডিয়া–মিডল ইস্ট–ইউরোপ ইকোনমিক করিডর (IMEC) এবং I2U2 ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে দুই দেশের মধ্যে আরও গভীর আলাপ - আলোচনার জন্য আহ্বান জানান।

5. প্রধানমন্ত্রী ভারতের উন্নয়নের সাফল্যগাথা তুলে ধরে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, সবুজ প্রবৃদ্ধি, স্টার্ট-আপ, ডিজিটাল সমাধান এবং উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার আহ্বান জানান, যাতে তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীলতাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যায়। দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি অনাবিষ্কৃত বাণিজ্য সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি উচ্চাভিলাষী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত চূড়ান্ত করার আহ্বান জানান।

6. সম্প্রতি ভারতে গঠিত ইসরায়েল বিষয়ক পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী দুই প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের মধ্যে সংসদীয় পারস্পরিক যোগাযোগ আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। দুই সভ্যতার মূল দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, ভারতের 'বসুধৈব কুটুম্বকম' [বিশ্ব এক পরিবার] দর্শন এবং ইসরায়েলের 'টিক্কুম ওলাম' [বিশ্বকে কল্যাণ সাধন করা] নীতি এক সমন্বয়পূর্ণ সমাজ গঠনের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন বহন করে। প্রধানমন্ত্রী ভারত–ইসরায়েল সম্পর্ক উন্নয়নে অবদানের জন্য নেসেটের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান এবং আসন্ন পুরিম উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান।

7. ভাষণ শেষে প্রধানমন্ত্রীকে নেসেটের স্পিকার মহামহিম আমির ওহানা 'মেডেল অব দ্য নেসেট' সম্মানে ভূষিত করেন। প্রধানমন্ত্রী এই সম্মান ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের প্রতি উৎসর্গ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভাষণ এখানে দেখা যেতে পারে [Link]

জেরুজালেম

25 ফেব্রুয়ারি, 2026